“হারানের নাতজামাই” গল্পে তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জনগনের সশস্ত্র এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ কিভাবে গড়ে উঠেছে?
অথবা,
হারানের নাতজামাই গল্পের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো ?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ দুটি রাজনৈতিক গল্পের একটি হল ‘হারানের নাতজামাই’। সমসাময়িক দেশ-কাল-রাজনীতি তাঁর এই গল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে একদিকে যেমন জোতদার ও কালোবাজারীদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে, অপরদিকে তেমনি আবার গ্রামে গঞ্জে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সংগ্রামও গড়ে ওঠে। বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেভাগা আন্দোলন গ্রামে কৃষকদের এক ঐতিহাসিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। রোদে-ঝড়ে এবং বৃষ্টিতে যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফসল উৎপাদন করে উৎপন্ন ফসলের দুই তৃতীয়াংশের সে দাবীদার। কিন্তু তাকে তার প্রাপ্য অংশ দেওয়াতে মালিক পক্ষের ঘোরতর আপত্তি। তাই বাধ্য হয়েই কৃষকদের প্রত্যক্ষ-গণসংগ্রামে নামতে হয়। ‘হারানোর নাতজামাই’ এই সংগ্রামেরই অনবদ্য কাহিনী।

কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডলের নেতৃত্বে সালিগঞ্জ গ্রামের কৃষকেরা তেভাগা সংগ্রামে লিপ্ত। শুধু এক সালিগঞ্জই নয়, এর পাশাপাশি অসংখ্য গ্রামের কৃষক এই সংগ্রামের অংশীদার। ভুবন মণ্ডলের বিরুদ্ধে পুলিশের ওয়ারেন্ট আছে, কিন্তু গাঁয়ের পর গাঁ সে পুলিশকে কলা দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু যেদিন সে সালিগঞ্জ গাঁয়ে হারানের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিনই হঠাৎ কোথা থেকে খবর পেয়ে মাঝরাতে পুলিশ তার সন্ধানে ঐ গাঁয়েই হানা দেয়। সঙ্গে পথ-প্রদর্শক হিসেবে এসেছে জোতদার চণ্ডী ঘোষের লোক কানাই এবং শ্রীপতি ও কয়েকজন লাঠিয়াল। হামলাকারীরা যে আগে থেকেই খবর পেয়ে এসেছিল তার প্রমাণ এই যে, তারা বেছে বেছে কেবল হারানের বাড়িটাকেই ঘিরে ফেলে। কৃষকনেতা ভুবন মণ্ডলকে সালিগঞ্জ গ্রাম থেকে যদি পুলিশ ধরে নিয়ে যায় তাহলে সেটা হবে সমস্ত গ্রামেরই অপমান।

তাই এই শীতের মধ্যরাত্রেও লাঠি সড়কি দা এবং কুড়ুলহাতে নিয়ে চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু একটা লড়াই বাঁধবার আগেই হারানের মেয়ে ময়নার মা ভুবনকে বাঁচাবার জন্য এক চমৎকারকৌশলের সাহায্য নেয়। সে ভুবনকে তার মেয়ে ময়নার বর সাজিয়ে পুলিশ ও জোতদারের লোকের চোখে ধুলো দেয়। মন্মথ দারোগা বা জোতদারের লোকেরা ভুবন মণ্ডলের নামই শুনেছিল, কিন্তু তারা তাকে ঠিক চিনতো না। তাই ময়নার মা যখন গাঁয়ের লোকজনের সামনেই ভুবন মণ্ডলকে জামাই সাজিয়ে ময়নার সঙ্গে তাকে একঘরে পাঠিয়ে দেয় তখন আর তাদের স্বামী স্ত্রী বলে বিশ্বাস না করে মন্মথ দারোগার কোন উপায় থাকে না।

ময়নার মায়ের উপস্থিত বুদ্ধিবলে সেযাত্রা ভুবন মণ্ডল বাঁচলো বটে, কিন্তু এর পরেই শুরু হল গল্পের দ্বিতীয় পর্যায়। ঠিকপরের দিনই বিকেল বেলায় ময়নার প্রকৃত স্বামী জগমোহন গ্রামে এসে হাজির। আগের দিনের সমস্ত ঘটনাই তার কানে গেছে, এমন কি ময়না যে ভুবন মণ্ডলকে নিয়ে ঘরে খিল দিয়েছিল তাও জগমোহনের জানা। স্বভাবতই জগমোহনের পক্ষে প্রাথমিক ভাবে এই সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল। এই নিয়ে ময়না ও তার মাকে খোঁটা দিতেও সে ছাড়ে না। কিন্তু নিজের আচরণের জন্য ময়নার মায়ের কোন লজ্জা নেই, বরং গর্ববোধই আছে। জগমোহনকে সে ধমক দিয়ে বুঝিয়ে দেয়,

‘মণ্ডল দশটা গাঁয়ের বাপ। খালি জন্মো দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়। মণ্ডল আমাগো অন্ন দিছে। আমাগো বুঝাইছে, সাহস দিছে, একসাথ করছে, ধান কাটাইছে। না তো চণ্ডী ঘোষ নিতো বেবাক ধান।'

অতএব পিতৃপ্রতিম এই ভুবন মণ্ডলের সঙ্গে এক ঘরে খিল দেওয়ায় ময়নার সতীত্ব তো ক্ষুণ্ণ হয় নি, বরং এর জন্য জগমোহনেরও গর্বিত বোধ করা উচিত। জামাইয়ের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসবার পর ময়নার মা যখন তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করছে তখনই আবার গতকালের মত সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই

মন্মথর নেতৃত্বে গাঁয়ে পুলিশের আবির্ভাব ঘটলো। কালকে যে ময়নার মা তাদের ঠকিয়েছে এ খবর তারা আগেই জেনে গিয়েছিল। বাড়িতে হারানের আসল নাতজামাই জগমোহনকে দেখে মন্মথ ময়নার সঙ্গে যখন একটা অসভ্য রসিকতা করতে যায় তখন জগমোহন হঠাৎ ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ করে বসে। বাড়িশুদ্ধ সবাইকে গ্রেপ্তার করে মন্মথর আর নিয়ে যাওয়া হয় না। হারানের বাড়ির লোকদের গ্রেপ্তার ঠেকানোর জন্য চারপাশ থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসতে থাকে 'এটা ভাবতে পারেনি মন্মথ। মণ্ডলের জন্য হলে মানে বোঝা যেত, হারানের বাড়ির লোকের জন্য চারিদিকের গাঁ ভেঙে মানুষ এসেছে। মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না। অতএব মন্মথকে পিছু হটতে হয়।

সব দিক থেকেই গল্পটি অসাধারণ। এর সূচনা যেমন নাটকীয়, পরিণতিটিও তেমনি বিদ্যুৎগর্ভ। ময়নার মা চরিত্রটি তো বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব। ময়নার মা চরিত্রটি ভুবনের চেয়ে সার্থক। ময়নার মা মানিক সাহিত্যে নতুন সংযোজন। গল্পের উপসংহারে প্রতিরোধের চিত্রটিও সুন্দর। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একে সার্থক গণসংগ্রামের কাহিনী বলেছেন। তাঁর মতে, এ গল্পটির পরিকল্পনা অভিনব এবং বাস্তবধর্মী তো বটেই কিন্তু সার্থকতার মূল কারণ আরো গভীরে নিহিত—

'হারানের আসল নাতজামাই জগমোহনের পরিবর্তন এবং গল্পের নাটকীয় মুহূর্তে তার বজ্রগর্জিত আত্মপ্রকাশ মন্মথর পরাজয়ের চাইতেও মহত্তর তাৎপর্য বহন করে' (বাংলা গল্পবিচিত্রা, পৃ.১০৭)। এই গল্পে সেটি হচ্ছে জনগনের সশস্ত্র এবং সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ।